যুগান্তর

‘মসলিনের ঐতিহ্য ফেরাতে চাই সম্মিলিত প্রচেষ্টা’

| প্রকাশ : ২৭ ডিসেম্বর, ২০১৭ ০০:০০:০০

মসলিনের হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনতে ব্যক্তিগত, প্রাতিষ্ঠানিক, সরকারি, বেসরকারি ও উন্নয়ন সংস্থার সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন। পাশাপাশি তাঁতী, চাষী, দক্ষ খাটুনির কাজকে গবেষণার মাধ্যমে এগিয়ে নিতে হবে। এ খাতে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা থাকলে দেশের গৌরবের এই ইতিহাস বাস্তবতার নিরিখে সবাই আবার দেখতে পাবে।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে মঙ্গলবার সকালে এক সেমিনারে এসব কথা বলেন মসলিন নিয়ে কাজ করা গবেষকরা। ‘মসলিন পুনরুজ্জীবন : সমস্যা ও সম্ভাবনা’ শীর্ষক এ সেমিনারের আয়োজন করে জাতীয় জাদুঘর।

এ আয়োজনে প্রধান অতিথি ছিলেন ক্ষু দ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান মুশতাক হাসান মুহ. ইফতিখার ও বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের সদস্য মিজানুর রহমান। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক ড. লুৎফুর রহমানের সভাপতিত্বে আলোচক ছিলেন লোকশিল্প গবেষক চন্দ্রশেখর সাহা, হস্তশিল্প গবেষক রুবী গজনবী এবং তুলা উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী পরিচালক ড. মো. ফরিদ উদ্দিন। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন দৃক পিকচার লাইব্রেরি লিমিটেডের (বেঙ্গল মসলিন) নির্বাহী পরিচালক সাইফুল ইসলাম। তিনি বলেন, অন্যান্য অনেক জায়গায় মসলিন উৎপাদিত হলেও বাংলার মসলিনের চাহিদা ছিল বিশ্বব্যাপী। মসলিনের সুতা তৈরির জন্য যে তুলা, সেই গাছটি সব স্থানে পাওয়া যায় না। সময়ের আবর্তে মসলিন শুধু হারায়নি সঙ্গে এর পেছনের গল্পটাও হারিয়েছে।

মুশতাক হাসান মুহ. ইফতিখার বলেন, সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে কাজ হলেও সমন্বয় না থাকলে কাজ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়ে বাজার দখলের চেষ্টা করতে হবে। জামদানির মতো মসলিনও এ দেশের পণ্য। এর দ্রুত পুনরুজ্জীবন করতে যথাসম্ভব শিল্প মন্ত্রণালয় প্রদান করবে বলেও তিনি আশ্বাস দেন।

লুৎফুর রহমান বলেন, মসলিনের গবেষণার কাজটির জন্য দরকার দক্ষ লোক ও সমন্বয়ের। চারশ’ বছরের পুরোনো একটি ঐতিহ্য এ মসলিন। সবাই একত্রে কাজ করলে দুই বছরের মধ্যে এই ঐতিহাসিক পণ্য পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব বলে তিনি মনে করেন। মিজানুর রহমান বলেন, মসলিন এ দেশের গর্বের ইতিহাস যা ইংরেজদের বিমাতাসুলভ আচরণের কারণে বিলীন হয়ে যায়।

চন্দ্রশেখর সাহা বলেন, মসলিন সুতার কাপড় হলেও অত্যন্ত পাতলা ও সূক্ষ্ম। সুতা তৈরি করা সম্ভব হলে কাপড় তৈরি অসম্ভব নয়।

উদীচীর জাতীয় সাংস্কৃ তিক সম্মেলন : ‘দ্রোহে বিদ্রোহে বিপ্লবে, গড়ি বিশ্ব সপ্তসুরে’- এ স্লোগানকে সামনে রেখে আগামী ২৮ থেকে ৩০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী আয়োজিত জাতীয় সাংস্কৃ তিক সম্মেলন। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আয়োজিত তিন দিনব্যাপী এ সম্মেলনে সারা দেশ থেকে উদীচীর শিল্পী-কর্মীরা নিজ নিজ অঞ্চলের সমৃদ্ধ সাংস্কৃ তিক ভাণ্ডার নিয়ে অংশ নেবেন। থাকবে আবহমান বাংলার সাংস্কৃ তিক ঐতিহ্যবাহী নানা পরিবেশনা। সেখান থেকে নতুন প্রেরণা সঞ্চয় করে নতুন উদ্যোগে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে লিপ্ত হবে উদীচী। এ উপলক্ষে মঙ্গলবার সকালে উদীচী কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করা হয়।

শুরু হচ্ছে বাংলাদেশ শিশু চলচ্চিত্র উৎসব : শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে ২৮ ডিসেম্বর দেশজুড়ে শুরু হচ্ছে চার দিনব্যাপী বাংলাদেশ শিশু চলচ্চিত্র উৎসব। ২৮ ডিসেম্বর বিকালে জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তনে উৎসবের উদ্বোধন করবেন সংস্কৃ তিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর।

শিল্পকলা একাডেমি এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, বাংলাদেশ শিশু চলচ্চিত্র উৎসব উপলক্ষে ৭ সদস্যবিশিষ্ট একটি সিলেকশন কমিটি গঠিত হয়েছে। এ উৎসবে শিশুতোষ ও শিশু নির্মাতাদের চলচ্চিত্র উভয় ক্ষেত্রে প্রদর্শনীর জন্য ৪০টি চলচ্চিত্র মনোনীত করেছেন তারা।

শিশুতোষ চলচ্চিত্র ও শিশু নির্মাতাদের চলচ্চিত্র উভয় ক্ষেত্রে পৃথকভাবে শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র, শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র নির্মাতা এবং বিশেষ জুরি পুরস্কার প্রদান করা হবে। শিশুতোষ চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে ক্রেস্ট ও সনদপত্রের পাশাপাশি শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রের পুরস্কারের অর্থমূল্য থাকবে ১ লাখ টাকা, শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র নির্মাতা ৫০ হাজার টাকা ও বিশেষ জুরি পুরস্কার ২৫ হাজার টাকা এবং শিশু নির্মাতাদের চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রের পুরস্কারের অর্থমূল্য থাকবে ৫০ হাজার টাকা, শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র নির্মাতা ৩০ হাজার টাকা ও বিশেষ জুরি পুরস্কার ২০ হাজার টাকা। এছাড়াও উৎসবের সমাপনী দিনে উৎসবে অংশগ্রহণ করা সব চলচ্চিত্রের নির্মাতাদের সনদপত্র প্রদান করা হবে।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : সাইফুল আলম, প্রকাশক : সালমা ইসলাম প্রকাশক কর্তৃক ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড), বারিধারা, ঢাকা-১২২৯ থেকে প্রকাশিত এবং যমুনা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং লিঃ থেকে মুদ্রিত। পিএবিএক্স : ৮৪১৯২১১-৫, রিপোর্টিং : ৮৪১৯২২৮, বিজ্ঞাপন : ৮৪১৯২১৬, ফ্যাক্স : ৮৪১৯২১৭, সার্কুলেশন : ৮৪১৯২২৯। ফ্যাক্স : ৮৪১৯২১৮, ৮৪১৯২১৯, ৮৪১৯২২০ E-mail: jugantor.mail@gmail.com

Print